

বাংলাদেশ



গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৯—১০০	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৫—৯৯	৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯—১৬	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(১)সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(২) বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৫—১৪৭	(৩) বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
		(৪) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
		(৫) তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
		(৬) ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২০ ভাদ্র ১৪২৬/০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ০৫.০০.০০০০.১৪৬.০০.০৩৮.১৭-৩৯৯—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তাঁর অভোগকৃত অবসর-উত্তর ছুটি বাতিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে উক্ত সংবিধানের ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা তাঁর ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বয়স পূর্ণ হওয়া-এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সে কাল পর্যন্ত জনস্বার্থে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য পদে সানুগ্রহ নিয়োগ প্রদান করলেন :

জনাব এস. এম গোলাম ফারুক (পরিচিতি নম্বর ১৭৩৩)

সরকারের সিনিয়র সচিব (অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত)

জন্ম তারিখ : ০১ জুন ১৯৬০

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,

ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(৮৯)

তারিখ : ০৩ আশ্বিন ১৪২৬/১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ০৫.০০.০০০০.১৪৬.০০.০২৪.১৭-৪১৯—বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব জনাব লাকী ইনাম-কে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ এর ধারা-১০ (১) অনুযায়ী যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) বছর মেয়াদে একাডেমির পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান এর অনুরূপ নিম্নবর্ণিত শর্তে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

- (ক) এ নিয়োগ অবৈতনিক, তবে বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের প্রতিটি সভায় যোগদান করার জন্য প্রচলিত এবং সরকারি বিধান অনুযায়ী তিনি সম্মানি ভাতা প্রাপ্য হবেন। বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সদস্যগণ যে সকল সুবিধা ভোগ করবেন চেয়ারম্যানও সে সকল সুবিধাদি ভোগ করবেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে;
- (খ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিবের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের মাধ্যমে চেয়ারম্যান পদত্যাগ করতে পারবেন;
- (গ) চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট আইন ও সে আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন;
- (ঘ) সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ অলিউর রহমান
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১৯ নভেম্বর ২০১৯

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৯-৫৯০—যেহেতু, জনাব মোঃ জাহাজীর আলম (পরিচিতি নং-১১৪১২), সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত), শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজার ০৬-০৮-২০১৮ তারিখের শত্রাপ্রক/সংস্থাপন/ কর্মকর্তা/নিঃবঃ/০২/ ২০১৮/১১৮৯ নম্বর স্মারকে জারীকৃত অফিস আদেশমূলে ক্যাম্প-৯ এর প্রতিকল্প কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২-১০-২০১৮ তারিখের ০৫.০০. ০০০০.১৪০.১৯.০১১.১৪-৫৩২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের ০৭ জন কর্মকর্তাকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। জনাব জাহাজীর আলম-কে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করা না হলেও তিনি তাঁর ব্যবহৃত গাড়িতে “নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট” লেখা সম্বলিত স্টিকার ব্যবহার করেন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরিচয় দিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে বালুখালী বাজার হতে ৫০ কেজি ওজনের ৬৮ বস্তা চাল জব্দ করে অস্থায়ী ক্যাম্প-৯ এ রাখেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া কর্তৃক ক্যাম্প-৯ পরিদর্শনকালে ক্যাম্প সংলগ্ন এসিএফ নামক এনজিও সংস্থার গুদামে চালের বস্তাগুলো দেখতে পান;

২। যেহেতু, জনাব মোঃ জাহাজীর আলম বিগত ২৬-১০-২০১৮ তারিখ ক্যাম্প এলাকার বাহিরে অবস্থিত স্থানীয় বালুখালী বাজারে “বালুখালী পানবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতি” এর একটি অফিস উদ্বোধন করেন। উক্ত অফিস উদ্বোধনকালে তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেন, “ইউএনও (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) এলাকার জন্য কিছুই না, আমিই এ এলাকার জন্য সবকিছু। আমার অনুমতি নিয়ে এখানে সবকিছু পরিচালিত হবে। রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগণের সকল কাজের জন্য আমাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে”;

৩। যেহেতু, তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ফলে ক্যাম্প এবং ক্যাম্প নিকটবর্তী এলাকায় আইন শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলায় বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া ০৩-১১-২০১৮ তারিখের ০৫.২০.২২৯৪.০০০.০০১. ০১৮.২০১৮-৯৬৬ নং স্মারকে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার নিজস্ব মতামতসহ ১৫-১১-২০১৮ তারিখের ০৫.২০.২২০০.১০৮.২৭.০০৪.১৮-৭৫৭ নং স্মারকে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করেন। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম হতে ১৭-১১-২০১৮ তারিখের ০৫.৪২.০০০০.০১৪.০১.০১৩.১৭-৯৬৭ নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর অভিযোগটি প্রেরণ করা হয়;

৪। যেহেতু, উক্ত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী “অসদাচরণ” এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৫-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.১৯.২৪৩ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর লিখিত জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ২৫-০৭-২০১৯ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

৫। যেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় আনীত অভিযোগ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার জন্য অভিযোগগুলোর তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিধায় জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম (১৫৩৮৩), উপসচিব, গাড়িসেবা শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ২৮-১০-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী “অসদাচরণ” এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৬। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী “অসদাচরণ” এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

৭। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহাজীর আলম (পরিচিতি নং-১১৪১২), সহকারী সচিব (ক্যাডার-বহির্ভূত), শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাশন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজার-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী “অসদাচরণ” এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালায় বিধি ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে “তিরস্কার” সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ কার্তিক ১৪২৬/১৩ নভেম্বর ২০১৯

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০১.২০১৯-৫৯৪—জনাব মোঃ মাসুদুল হক (পরিচিতি নম্বর-৬৮৪৭), উপসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ১৩-০৩-২০১৮ তারিখ হতে কর্মরত থাকাকালে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে “ঢাকা টাইমস”-পত্রিকায় “মন্ত্রীদের বহিষ্কারের রীতি চান উপসচিব” শিরোনামে তার নামে কলাম প্রকাশিত হয়। বর্ণিত পেপার ক্লিপিংয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করানো হয় এবং উক্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন মতে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে “আপত্তিকর” স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তিনি ২৭ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে পাকিস্তানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন ইমরান খানের প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি খুবই জনবান্ধব। তিনি ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত ফেসবুক এ্যাকাউন্টে লিখেছেন “বাংলাদেশে যদি বুলগেরিয়ার মত অপরাধের জন্য মন্ত্রীদের বহিষ্কারের রীতির প্রচলন করা হয় তবে কোনো মন্ত্রী এক সপ্তাহের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। বুলগেরিয়ার একটি সড়ক দুর্ঘটনার পর সে দেশের প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভার ০৩ (তিন) জন সদস্যকে বরখাস্ত করেছিলেন। তিনি একটি দায়িত্বশীল সরকারি পদে থেকে উপর্যুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬ এর ৯(ঙ)নং অনুচ্ছেদ এবং সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ২৩(১)নং বিধির পরিপন্থি কাজ করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

২। যেহেতু, জনাব মোঃ মাসুদুল হক-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ১০-০৩-২০১৯ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০. ০০১.২০১৯-১০৯ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ২১-০৩-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ১৯-০৫-২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব আমেনা বেগম, যুগ্মসচিব, সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৪-১০-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব মোঃ মাসুদুল হক এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ সরকারপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে; এবং

৩। যেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মাসুদুল হক (পরিচিতি নম্বর -৬৮৪৭), উপসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালায় ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/২৪ নভেম্বর ২০১৯

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০১০.২০১৮-৫৯৮—জনাব রোকনুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর-৭৮৯৪), অতিরিক্ত সিওপিএস (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম (বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় Master’s Program for Future Global Leaders in Environmental Policy (MGLEP) at the University of Seoul, South Korea-তে অধ্যয়নরত) পদে কর্মরত থাকাকালীন বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের পরিবহন ও বাণিজ্যিক বিভাগের জুনিয়র ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (সি) এবং জুনিয়র ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (টি) এর ০৭টি শূন্য পদে নিয়োগ বিধি, ১৯৮৫ অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে পূরণের নিমিত্ত গঠিত নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উক্ত পদোন্নতি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে তদারকি না করার কারণে Over marking ও under marking, ভুল উত্তরে নম্বর দেওয়া, কোনো কোনো উত্তরে নম্বর না দেওয়া প্রভৃতি অনিয়ম ও ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া এবং মৌখিত পরীক্ষায় মূল্যায়ন সিতে নম্বর কাটাকাটি করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০২। যেহেতু, জনাব রোকনুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ১১-১২-২০১৮ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০১০. ২০১৮-৫৯৫ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ২৩-১২-২০১৮ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ২২-০১-২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান, যুগ্মসচিব, বাজেট ও অডিট অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৪-১০-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব রোকনুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ভিত্তিহীন মর্মে মতামত প্রদান করেছেন; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের ভিত্তি নাই মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, জনাব রোকনুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর-৭৮৯৪), প্রাক্তন অতিরিক্ত সিওপিএস (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (Master's Program for Future Global Leaders in Environmental Policy (MGLEP) at the University of Seoul, South Korea-তে অধ্যয়নরত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(শাখা-৪)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং সবিম/শাঃ৪/জাঃ-৭৮/৯৬/৪৪১—জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন-১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ২৭ নং আইন) এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা বোর্ড নির্দেশক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

ক. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

খ. মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা

গ. অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য উপসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা

ঘ. সংশ্লিষ্ট উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ঙ. শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ) কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা

চ. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা

ছ. সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন

জ. সভাপতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি

ঝ. সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন বুদ্ধিজীবী

(১) প্রফেসর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বাসা-৭৬/এ, আরবান প্যারাগন, ফ্ল্যাট-৯ বি, রোড ১২/এ, ধানমন্ডি

(২) কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, বাড়ি-১৬/এ, রোড-২, শ্যামলী, ঢাকা।

ঞ. সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন পুস্তক প্রকাশক

(১) জনাব মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও স্বত্বাধিকারী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

(২) সভাপতি, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, ঢাকা।

ট. সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন মুদ্রাকর

(১) সচিব, বাংলা একাডেমি, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা

(২) জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি, আর আর প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১০/৯, আরামবাগ, ঢাকা।

ঠ. পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা

ড. সভাপতি, মুদ্রণ শিল্প সমিতি

সদস্য-সচিব

ঢ. পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা

২। উপর্যুক্ত আইনের ৬(২) এর উপধারা (১) (ক) ও (এঃ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বছর মেয়াদে স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোন কারণ দর্শানো ছাড়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাঁর পদ হতে অপসারণ করতে পারবেন। আরও শর্ত থাকে যে উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের সবিম/শাঃ৪/জাঃ-৭৮/৯৬/৪০৪ নং জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খোরশেদ আলম

যুগ্মসচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৩ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ৪০.০০.০০০০.০১১.০৪০.০০৩.১৪-৩৩৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৫-২০১৩ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.০২০.০০.০৪৩. ২০১০.১৪৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনামতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতভুক্ত গ্রেড ১৩-১৬ (৩য় শ্রেণি) ও গ্রেড ১৭-২০ (৪র্থ শ্রেণি) 'র পদসমূহে সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি বিষয় সম্পাদনের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে একটি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি গঠন করা হল:

সভাপতি

- ১ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

- ২ উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি)
- ৩ উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি)
- ৪ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি)

সদস্য-সচিব

- ৫ যুগ্মসচিব/উপসচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২। কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ :

- ক) এই কমিটি রাজস্ব খাতভুক্ত গ্রেড ১৩-১৬ (৩য় শ্রেণি) ও গ্রেড ১৭-২০ (৪র্থ শ্রেণি) 'র পদসমূহে সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য প্রার্থী বাছাই/পদোন্নতিযোগ্য ফিডার পদ বাছাই করার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান করবে; এবং
- খ) এই কমিটি গ্রেড ১৩-১৬ (৩য় শ্রেণি) ও গ্রেড ১৭-২০ (৪র্থ শ্রেণি) 'র পদসমূহে সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অফিস স্মারক/প্রজ্ঞাপন এর আলোকে সুপারিশ প্রদান করবে।

৩। এতদসংক্রান্ত গত ১৯-০৬-২০১৮ তারিখে ৪০.০০.০০০০. ০১১.০৪০.০০৩.১৪.৪৫২ নং স্মারকের মাধ্যমে গঠিত বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনোয়ারা বেগম

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০৮.১৫(অংশ-১).৪৫৮—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাসক্ত বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)- এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	চামেলী	৭৫	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
২	ময়না	৭৬	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৩	রূপালী	৭৭	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৪	মাধবী	৭৮	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৫	মনিহার	৭৯	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৬	স্বর্ণ দ্বীপ	৮০	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৭	গোধুলী	৮১	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৮	বাতায়ন	৮২	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
৯	ধানসিড়ি	৮৩	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
১০	নিহারিকা	৮৪	০১	হাতিয়া	নোয়াখালী
১১	চর সুবর্ণ	৩০৭	০১	সুবর্ণচর	নোয়াখালী
১২	চর মহুয়া	৩০৮	০১	সুবর্ণচর	নোয়াখালী
১৩	চর বনশ্রী	৩০৯	০১	সুবর্ণচর	নোয়াখালী
১৪	চর চাঁদনী	৩১০	০১	সুবর্ণচর	নোয়াখালী
১৫	বাথান বাড়ী	৬২	০১	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম
১৬	চিরিঙ্গা	৬৩	০১	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম
১৭	কাঁকড়ার চর	৬৪	০১	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম
১৮	বোয়ালিয়া	৬৫	০১	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম
১৯	বগার চর	৬৬	০১	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম
২০	চর কাউনিয়া	৬৭	০১	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

জরিপাধিশাখা-২
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২১ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯.১৭(অংশ-১).৪৬০—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাসক্ত বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)- এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

২। এতদ্বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৫ মে ২০১৭ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯.১৭.১২৬ নম্বর স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির ৭ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত ওয়ারভাঙ্গা মৌজা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তীতে ১৪ জুলাই ২০১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯-১৭ (অংশ-১).২২৬ নম্বর স্মারকে প্রকাশিত সংশোধিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির ১নং ক্রমিকে উল্লিখিত ওয়ারভাঙ্গা মৌজা সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের কলাম নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হইল।

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	উপজেলা	জেলা	পূর্ববর্তী গেজেটে প্রকাশিত মন্তব্য	সংশোধিত মন্তব্য
০১	ওয়ারভাঙ্গা	১০০	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৮০৬০/২০০৯ ও ৫৫৮/২০১২ নম্বর রীট মামলা দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ২৭৩, ৬৯৫, ১০৬৬ ও ১০১৭ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৮০৬০/২০০৯ ও ৫৫৮/২০১২ নম্বর রীট মামলা দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ২৩৭, ৬৯৫, ১০৬৬ ও ১০৭১ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/২৬ নভেম্বর ২০১৯

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১০.১৯-২৮৩—যেহেতু, জনাব মোঃ রমজান আলী (পরিচিতি নম্বর-১০১২১৩), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, সড়ক উপ-বিভাগ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা {প্রাক্তন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সড়ক উপ-বিভাগ, শরীয়তপুর} শরীয়তপুর-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান PMP (মেজর) কাজের বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। গত ১৬-০১-২০১৯ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় "শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে অনিয়মের অভিযোগ, কাজ বন্ধ করে দিল এলাকাসী" মর্মে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য এ বিভাগ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি গত ২৫-০১-২০১৯ তারিখ সরেজমিন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কমিটি দেখতে পান যে, বেইস কোর্সে Crushed Stone ব্যবহারের কথা থাকলেও এর সাথে কিছু Single Stone ব্যবহার করা হয়েছে। Mix design এর ক্ষেত্রে Sand এর FM 1.5 এর উপর ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও বেইস কোর্সে খুঁড়ে Sand এর FM 1.5 এর কম পাওয়া যায়। DBS এর কাজে Single Stone ব্যবহারের সুযোগ না থাকলেও কিছু Single Stone ব্যবহার করা হয়েছে এবং Specification অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে Sylhet Sands কম ব্যবহার করা হয়েছে। বেইস কোর্সের উপরের স্তরে প্রয়োজনীয় পরিস্কারকরণ কাজ সম্পূর্ণ না করে Prime Coat ব্যবহার করা হয়েছে। কাজটি যথাযথভাবে মনিটরিং না করায় কাজের মান Specification অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়নি; এবং

যেহেতু, দরপত্র অনুমোদন পত্রের ০৭ নম্বর শর্তানুযায়ী 'গুণগতমান বজায় রেখে ঠিকাদার কাজ সম্পাদন করতে না পারলে এর দায় দায়িত্ব বাস্তবায়নকারী ও তত্ত্বাবধানকারী প্রকৌশলীগণের উপর ব্যক্তিগতভাবে বর্তাবে' উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে তার উপর অপিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন; এবং

যেহেতু, দরপত্রের শর্তানুযায়ী তার দায়িত্ব নির্ধারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন, এতে জনস্বার্থ দাবরণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে; এবং

যেহেতু, তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ; এবং

যেহেতু, তার উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা (নম্বর ০৫/২০১৯) রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালা ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত" করা হবে না বা উপর্যুক্ত অন্য কোনো শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ২৯-০৪-২০১৯ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ২৭-০৫-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপপ্রধান জনাব মোঃ সেলিম-কে গত ০১-০৮-২০১৯ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ রমজান আলী-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ৩০-১০-২০১৯ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, এক্ষেত্রে, জনাব মোঃ রমজান আলী (পরিচিতি নম্বর ১০১২১৩), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, সড়ক উপ-বিভাগ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা {প্রাক্তন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সড়ক উপ-বিভাগ, শরীয়তপুর}-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার (নম্বর-০৫/২০১৯) দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০২.০৪৯.১৯-৬৭৯—দেশে ভারী ও মধ্যম শ্রেণির মোটরযানের তুলনায় ভারী ও মধ্যম মানের ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালকের সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে যাত্রী ও পণ্যবাহী মোটরযানের স্বাভাবিক চলাচল অব্যাহত রাখা তথা জনস্বার্থ বিবেচনায় সরকার নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করছে :

(১)	গণপরিবহনে ড্রাইভার হিসেবে নিয়োজিত যে ব্যক্তির হালকা মোটরযান চালনার বৈধ পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে এবং উক্ত ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ ন্যূনতম ০১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সে মধ্যম শ্রেণির মোটরযান সংযোজনের জন্য সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবেন। অনুরূপভাবে মধ্যম শ্রেণির মোটরযান চালনার বৈধ পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী ব্যক্তি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ ন্যূনতম ০১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হলে তার লাইসেন্সে ভারী শ্রেণির মোটরযান সংযোজনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
(২)	অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হালকা মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্সে মধ্যম এবং মধ্যম মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভারী মোটরযান সংযোজনের ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অন্যান্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণযোগ্য।

(৩)	ড্রাইভিং লাইসেন্সে মধ্যম বা ভারী মোটরযান সংযোজনের শর্ত শিথিল সংক্রান্ত এ আদেশ আগামী ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
(৪)	৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সর্বনিম্ন ০১ (এক) বছর মেয়াদি হালকা মোটরযান চালনার পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যম শ্রেণির মোটরযান এবং সর্বনিম্ন ০১ (এক) বছর মেয়াদি মধ্যম মোটরযান চালনার পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভারী শ্রেণির মোটরযান চালাতে পারবেন। উক্ত সময়সীমার পর এর কার্যকারিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
(৫)	মোটরযান চালনার ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন-কানুন, সাইন-সিগন্যাল, বিধি-বিধান এবং প্রচলিত সরকারি নিয়ম-নীতি ও নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২। The Motor Vehicle Rules, 1984 এর- rule 8(2) এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ লিয়াকত আলী
সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত হবে]

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মাদক-১ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ ভাদ্র ১৪২৬ বঃ/০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৬১.১০.০০৪.১৩-২৭৭—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬২(১)(খ) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি এর রাসায়নিক পরীক্ষাগারকে মাদকদ্রব্য বা মাদকদ্রব্যের উপাদান টেস্টের জন্য রাসায়নিক পরীক্ষাগার হিসেবে ঘোষণা করা হইল।

২। এই আইনের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে কোন বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইলে উক্ত রাসায়নিক পরীক্ষাগার বা সরকার নির্ধারিত অন্য রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। এতদুদ্দেশ্যে রাসায়নিক পরীক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতিবেদন মামলা দায়ের, মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্ত, অনুসন্ধান, বিচার অথবা অন্য কোনো প্রকার কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০১.১৮-১৯৩—যেহেতু, জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, উপপরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ১৭৪ ডিস্টিলারী রোড, গেভারিয়া, ঢাকা এর বিরুদ্ধে ঢাকা জেলায় ১৬৩ টি অভিযানের মধ্যে কোন অভিযানে নেতৃত্ব না দেয়া বা অংশগ্রহণ না করা, নিয়মিত মামলার সংখ্যা এবং উদ্ধারকৃত আলামতের পরিমাণ অত্যন্ত কম, মাদকবিরোধী কোনো গণসচেতনামূলক কার্যক্রমে নিজে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ না করা, গতানুগতিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করলেও বড় ধরনের কোনো উদ্ধার অভিযান এ সময়ে পরিচালনা না করা, লাইসেন্সবিহীন অননুমোদিত ১৩ টি নিরাময় কেন্দ্র বন্ধের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অভিযোগ তদন্ত কমিটির তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি উপ-বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ এর অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ০২/২০১৮ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ১১-০৪-২০১৮ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.০৪.০০১.১৮.১৭ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০১-০৫-২০১৮ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ২৪-০৬-২০১৯ তারিখ অভিযুক্ত কর্মকর্তার শুনানি গ্রহণ করা হয়।

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন-এর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক জনাব মোঃ মাসুদ হোসেনকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হল।

সেহেতু, জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, উপপরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রংপুর- কে উক্ত অপরাধের দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) এর (খ) উপবিধি মোতাবেক পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো।

মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের আদেশে স্থলাভিষিক্ত হবে]

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
আদেশ

তারিখ : ১১ কার্তিক ১৪২৬/২৭ অক্টোবর ২০১৯

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯২.১৯-৫৯৫—যেহেতু, ডাঃ কাজী রেহানা (১২৮৮৯৯), ইমারজেলি মেডিকেল অফিসার (মেডিসিন), পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা বিভাগ, খুলনায় ন্যস্তকৃত গত ১৬-০৭-২০১৮ তারিখ হতে ০৮-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ মাস ২৩ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’ এর দায়ে ২৬-০৮-২০১৯ তারিখে ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯২.১৯-৪৯০ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১৭-১০-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

সেহেতু, ডাঃ কাজী রেহানা (১২৮৮৯৯), ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার (মেডিসিন), পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা বিভাগ, খুলনায় ন্যস্তকৃত এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন গত ১৬-০৭-২০১৮ হতে ০৮-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ মাস ২৩ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির সময়ের মধ্যে ১৬-০৭-২০১৮ হতে ০৯-১২-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি এবং গত ১০-১২-২০১৮ হতে ০৭-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়কে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তার ০৯-০৬-২০১৯ তারিখ হতে বিভাগীয় মামলার প্রয়োজনে আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বকেয়া সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না। তাকে এ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মুজিবুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ নভেম্বর ২০১৯

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮১.২০১৮-৬৭৩—যেহেতু, জনাব মোঃ মেহেদী আফজাল, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, লালমনিরহাট সংযুক্ত ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ৩(ক)/২৫ ধারায় লালমনিরহাট থানার মামলা নম্বর-২১, তারিখ: ১৩-০৭-২০১৮ মোতাবেক গ্রেফতার করে লালমনিরহাট জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। সেহেতু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শৃঙ্খলা অধিশাখার ২৫-১০-২০১৮ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮১.২০১৮-৩৮২ নং আদেশমূলে তাঁকে ১৩-০৭-২০১৮ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, লালমনিরহাট থানার ১৩-০৭-২০১৮ তারিখের মামলা নং-২১ এর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) ৩(ক)/২৫ ধারায় দায়েরকৃত মামলাটি ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারামতে এ মামলার অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ মেহেদী আফজাল, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, লালমনিরহাট সংযুক্ত ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শৃঙ্খলা অধিশাখার ২৫-১০-২০১৮ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮১.২০১৮-৩৮২ নং আদেশে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.০৪.২০১৮-৮০২—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(গ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অধ্যাপক ড. জাহাজীর আলম, উপাচার্য, ইউএসটিসি, ফয়সালেক, চট্টগ্রাম প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)- কে পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো। তিনি চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের পূর্বের সদস্য জনাব মোঃ সোলায়মান আলম সেঠ এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ২৮-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.০৪.২০১৮-৮০৩—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ জহুরুল আলম, পরিচালক, দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ১৩১, কে, বি, ফজলুল কাদের রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম- কে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্প ও বণিক সমিতির সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ২৮-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.০৪.২০১৮-৮০৪—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রকৌশলী মোহাম্মদ হারুন, এফ-২৯২১, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্র, ২১ পাঁচলাইশ (৪র্থ তলা), চট্টগ্রাম- কে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো। তিনি চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের পূর্বের সদস্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এস. এম. নজরুল ইসলাম এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ২৮-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.০৪.২০১৮-৮০৫—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে (১) জনাব নাজমুল হক ডিউক, কাউন্সিলর, ২৪ নং উত্তর আত্মবাদ ওয়ার্ড, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং (২) জনাব আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১২, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো। তারা চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের পূর্বের সদস্য (১) জনাব এ, এফ, কবির আহমেদ এবং (২) মিসেস আবিদা আজাদ এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ২৮-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ৬ মাঘ, ১৪২৬/ ২০ জানুয়ারি, ২০২০

নং ০৩.৭৫৯.০১৪.১৫.০০.০১৮.২০১৬-২২৫—কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার সোনাচর মৌজায় কুমিল্লা ইকোনমিক জোন নামে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য জনাব মোস্তফা কামাল, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন লিঃ, মেঘনা প্রপার্টিজ লিঃ, ইউনাইটেড সুগার মিলস লিঃ, ইউনিক হ্যাচারী এন্ড ফিডস লিঃ, ফ্রেশ ভিলা, হাউজ-১৫, রোড-৩৪, গুলশান- ১, ঢাকা-১২১২, এবং মোস্তফা কামাল, বিউটি আখতার, তানভীর আহমেদ মোস্তফা, তানজীমা বিনতে মোস্তফা নিজস্ব মালিকানা দাবি করে ভূমির তফসিল ও ম্যাপসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ১৯০.৮৪৭১ একর। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৭(১) ও ৫(২) মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, প্রস্তাবিত স্থানে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কাছে দায়বদ্ধ থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মোনাম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, লেভেল-১২, দক্ষিণ ও পূর্ব টাওয়ার, ১১১ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫, ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

তফসিল- ১

মালিকের নামঃ কুমিল্লা ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন লিঃ, মেঘনা প্রপার্টিজ লিঃ, ইউনাইটেড সুগার মিলস লিঃ, ইউনিক হ্যাচারী এন্ড ফিডস লিঃ, মোস্তফা কামাল, বিউটি আখতার, তানভীর আহমেদ মোস্তফা, তানজীমা বিনতে মোস্তফা

জেলাঃ কুমিল্লা, উপজেলাঃ মেঘনা, মৌজাঃ সোনাচর, জে.এল.নং. ০৬

আর.এস.খতিয়ান নং: ১, ২, ৬, ৮, ১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৫৩, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭২, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯০, ৯৩, ৯৪, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ১৬৪, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৬, ১৯২, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২১৪, ২১৭, ২২২, ২২৫, ২২৭, ২৩২, ২৩৬, ২৪০, ২৪৬, ২৫০, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৭০, ২৭১, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯১, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৭, ৩১৩, ৩১৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৭০, ৩৮৫, ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪০১, ৪০৭, ৪০৯, ৪১২, ৪১৪, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৭, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৫৬, ৪৬১, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৮২, ৪৮৮, ৪৯৭, ৪৯৯, ৫০১, ৫০৩, ৫০৯, ৫১২, ৫১৬, ৫১৮, ৫১৯, ৫২৪, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩৪, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫৪, ৫৫৯, ৫৬৪, ৫৬৭, ৫৭১, ৫৭৩, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৯৪, ৫৯৭, ৬০৬, ৬১০, ৬১২, ৬১৩, ৬১৬, ৬২১, ৬২৯, ৬৩১, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪১, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৪, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৯, ৬৭৪, ৬৭৬, ৬৮৩, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৯, ৭০১, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১৫, ৭১৯, ৭২১, ৭২৬, ৭২৯, ৭৩২, ৭৩৬, ৭৪০, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৭, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৮০, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮১৩, ৮২০, ৮২৬, ৮৩১, ৮৩৫, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫৫, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬৫, ৮৭৯, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৪, ৮৯৭, ৮৯৮, ৯০৩, ৯০৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৭, ১৪৫১, ১৭৩৭, ১৭৫৫, ২১৩৫, ৩০০৩, ৪৩৪৭, ৪৪৮৮, ৪৬৯৪, ৫২৯৯, ৪৪০/৬৬৭, ৫৬৭/৫৬৪

মোট ৩০৯ টি খতিয়ান

আর.এস.দাগ নং: ৩, ৪, ৮, ৯, ১০, ১৩, ২০, ২১, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬১, ৬৪, ৬৬, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৯০, ৯১, ৯২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২২, ২২৩, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ৩২০, ৩৬০, ৩৬৯, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৯, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৩, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫,

৫১৫৬/১০, ৫২০৮/১০, ৫২০৯/১০, ৫২১০/১০, ৫২৬০/১০, ৫২৬৪/১০, ৫২৬৮/১০, ৫২৯৯/১০, ৫৩০০/১০, ৫৩০৩/১০, ৫৩১/১৬, ৫৪/১১,
 ৫৪৫২/১০, ৫৪৫৩/১০, ৫৫১৫/১০, ৫৫১৬/১০, ৫৫৫০/১১, ৫৫৫০/১১, ৫৫৫১/১১, ৫৫৫২/১১, ৫৫৬১/১০, ৫৫৬২/১০, ৫৫৬৪/১০,
 ৫৬১/১৯, ৫৬১৮/১০, ৫৬১৯/১০, ৫৬২/১৮, ৫৬২/১৯, ৫৬৩/১৯, ৫৬৮৬/১০, ৫৬৯১/১০, ৫৮৫০/১০, ৫৮৫১/১০, ৫৮৫৩/১০, ৫৮৫৪/১০,
 ৫৮৫৫/১০, ৫৮৫৬/১০, ৫৯০১/১০, ৫৯২/১৮, ৫৯৯৮/১১, ৬০৫১/১০, ৬০৫৫/১০, ৬০৫৬/১০, ৬০৫৮/১০, ৬০৫৯/১০, ৬০৬৫/১০,
 ৬০৬৫/১০, ৬০৮১/১০, ৬০৮৬/১০, ৬১০০/১০, ৬১৩৮/১০, ৬১৪৩/১০, ৬১৪৬/১০, ৬১৪৮/১০, ৬১৫/১১, ৬২২১/১০, ৬২৫৯/০,
 ৬২৫৯/১০, ৬২৬০/১০, ৬২৬৫/১০, ৬২৮৮/১০, ৬২৯০/১০, ৬৩১/১৯, ৬৩১৫/১০, ৬৩২/১৯, ৬৩২০/১০, ৬৩২৫/১০, ৬৩২৬/১০, ৬৩৩/১৯,
 ৬৩৪৬/১০, ৬৩৫২/১০, ৬৩৫৪/১০, ৬৩৬৮/১০, ৬৩৮৬/১০, ৬৩৯৯/১০, ৬৪২৮/১০, ৬৪৪১/১০, ৬৪৪৪/১০, ৬৪৪৯/১০,
 ৬৪৫০/১০, ৬৪৫১/১০, ৬৪৬২/১০, ৬৪৮৬/১০, ৬৪৯/১১, ৬৪৯৫/১০, ৬৫১০/১০, ৬৫৩১/১০, ৬৫৩৮/১০, ৬৫৪১/১০, ৬৫৪২/১০,
 ৬৫৪৫/১০, ৬৫৫০/১০, ৬৫৫৮/১০, ৬৫৫৯/১০, ৬৫৬০/১০, ৬৫৬১/১০, ৬৫৬২/১০, ৬৫৬৩/১০, ৬৫৬৫/১০, ৬৫৬২/১০, ৬৬০৫/১০,
 ৬৬১২/১০, ৬৬১/১৫, ৬৬৪৯/১০, ৬৬৫২/১০, ৬৬৫৩/১০, ৬৬৮৬/১০, ৬৬৮৮/১০, ৬৬৮৯/০, ৬৬৮৯/১০, ৬৬৯২/১০, ৬৬৯৩/১০,
 ৬৬৯৫/১০, ৬৬৯৯/১০, ৬৮৫১/১০, ৬৯২৬/১১, ৬৯৪৮/১০, ৬৯৪৯/১০, ৬৯৬৬/১০, ৬৯৬৯/১০, ৭০০৪/১০, ৭০০৬/১০, ৭০০৮/১০,
 ৭০১২/১০, ৭০২০/১০, ৭০২১/১০, ৭০২২/১০, ৭০২৪/১০, ৭০২৫/০, ৭০২৫/১০, ৭০৩৩/১১, ৭০৫৪/১০, ৭০৬১/১০, ৭০৭০/১১,
 ৭০৭৬/১১, ৭০৭৮/১৬, ৭০৮৮/১১, ৭১১/১৬, ৭১৩৩/১০, ৭১৩৪/১০, ৭১৩৬/১০, ৭১৪/১৯, ৭১৫/১৯, ৭১৬/১৬, ৭১৯০/১০, ৭১৯৩/১০,
 ৭১৯৪/১০, ৭২২৬/১০, ৭২৯৫/১০, ৭৩৬৫/১১, ৭৩৯৫/১০, ৭৩৯৬/১০, ৭৩৯৯/১০, ৭৪০২/১০, ৭৪২৮/১০, ৭৪৩৯/১০, ৭৪৫৩/১০,
 ৭৪৬০/১০, ৭৪৯৬/১০, ৭৫০/১৯, ৭৫০০/১০, ৭৫০০/১০, ৬৫৩১/১০, ৭৫৪৯/১০, ৭৫৬৪/১১, ৭৫৬৫/১১, ৭৫৮২/০, ৭৫৮২/১০,
 ৭৫৮৬/১০, ৭৬০৫/১১, ৭৬১৪/১১, ৭৬৪/১৬, ৭৬৭৩/১১, ৭৬৮১/১০, ৭৬৮৪/১০, ৭৭/১৮, ৭৭১৬/১০, ৭৭১৬/১১, ৭৭৪/১১, ৭৭৪৮/১০,
 ৭৭৯৯/১০, ৭৭৯/১১, ৭৮/১১.১০, ৭৮০/১৯, ৭৮৭২/১১, ৭৮৮৯/১০, ৭৮৯০/১০, ৭৮৯১/১০, ৭৮৯২/১০, ৭৯১৩/১০, ৭৯১৬/১০,
 ৭৯২৪/১০, ৭৯৫৯/১০, ৭৯৭২/১০, ৭৯৭৩/১০, ৭৯৭৬/১০, ৮০২৩/১০, ৮১৪৫/১০, ৮১৮৪/১০, ৮১৮৫/১০, ৮১৮৬/১০, ৮২০২/১০,
 ৮২২০/১০, ৮২২২/১০, ৮২২৩/১০, ৮৫/১৯, ৮৫১/১১, ৮৫১/১৯, ৮৫২/১১, ৮৬১/১৯, ৮৬২০/১০, ৮৭৩১/১০, ৮৭৩৩/১০, ৮৭৩৫/১০,
 ৮৭৩৬/১০, ৮৮৭৯/১০, ৮৯১১/১০, ৮৯২২/১১, ৮৯২৬/১০, ৮৯২৮/১০, ৮৯৬/১১, ৮৯৮/১১, ৯০০/১১, ৯০২/১৬, ৯০২২/১১, ৯০২৮/১১,
 ৯১৩৬/০, ৯১৩৬/১০, ৯১৩৮/১০, ৯২০৬/১০, ৯২১৪/১১, ৯২২৬/১০, ৯২২৮/১০, ৯২৪২/১১, ৯২৬৮/১০, ৯২৭২/১০, ৯৩১১/১০,
 ৯৩৮২/১১, ৯৩৮৩/১০, ৯৩৮৩/১১, ৯৪০৮/১০, ৯৪০৯/১০, ৯৪৭৩/১১, ৯৪৭৬/১১, ৯৪৮২/১১, ৯৪৮৩/১১, ৯৬২/১১, ৯৬২৩/১০,
 ৯৬৭/১১, ৯৬৮/১১, ৯৮১/১৬, ৯৮২/১৬, ৯৮৪/১৬, ৯৮৬/১৬, ৯৮৮/১৬, ৯৮৯/১৬, ৯৯২/১৬

মোট জমির পরিমাণঃ ১৯০.৮৪৭১ একর

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
সচিব।